দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 AUG 199
পৃঃ ৬ কলাম ৭

অশান্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ গোটা চট্টগ্রাম নগরী আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে। চট্টগ্রামের তপ্ত-উত্তপ্ত হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। এই বিশেষ নগরী মাঝে-মধ্যেই নানা কারণে অশান্ত হয়ে পড়ে। এরূপ অশান্ত হয়ে পড়ার কারণও আছে। চট্টগ্রাম একই সঙ্গে বন্দর নগরী, শিল্প নগরী এবং বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নগরীও বটে। এরই ফলে রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি মাঝে-মধ্যেই উন্মাতাল হয়ে পড়ে। শ্রমিক রাজনীতি এবং ছাত্র রাজনীতির জোয়ার-ভাটার টানে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম মাঝে-মধ্যেই উত্তপ্ত হয়, ঘটে রক্তপাত, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন।

এ প্রসঙ্গে গত রবিবারের জাতীয় সংবাদপত্রে চট্টগ্রাম এলাকার বেশ কয়েকটি উদ্বেগজনক সংবাদের দিকে দিকপাত করলেই দেখা যাবে চট্টগ্রাম নগরী সত্যিকার অর্থেই তপ্ত-উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে।

গত শনিবার এক চায়ের দোকানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে একজন পাটকল শ্রমিক নিহত এবং অপর তিনজন আহত হওয়ায় ভিক্টরি জুট মিলের বিক্ষুব্ধ শ্রমিক আড়াই ঘণ্টা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এর ফলে চট্টগ্রামের শ্রমিক মহলে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এর চেয়ে যে ঘটনাটি অতিশয় মর্মন্তুত এবং যার ফলে সমগ্র বন্দর নগরী চট্টগ্রাম অশান্ত হয়ে পড়েছে, সেটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের হত্যাকাণ্ড। গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেনে শিবিরের ক্যাডারগণ হামলা চালালে চারুকলা বিভাগের ছাত্র সঞ্জয় মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং গত শনিবার সে মারা যায়। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ সমগ্র বন্দর নগরী অশান্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং সাধারণ ছাত্ররা শিবিরবিরোধী শ্লোগানে ক্যাম্পাস তপ্ত-উত্তপ্ত করে তোলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণকল্পে কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। এই হত্যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং হত্যাকারীদের গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির কর্মী দ্বারা ছাত্র হত্যা এবং ক্যাম্পাস অশান্ত ও অচল করার ঘটনা নতুন নয়। ইসলামী ছাত্র শিবির নামের এই ছাত্র সংগঠনটি দীর্ঘদিন থেকেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, কখনও হল দখল, ক্যাম্পাস দখল ইত্যাকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে আসছে।

অতিসম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের ক্যাডারগণ গত মে মাসে ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী বহনকারী শাটল ট্রেনে এবং বাসে হামলা চালালে ভর্তি ইচ্ছুক একজন ছাত্র মারা যায় এবং দশ জন আহত হয়। এই মে মাসেই শিবির কর্তৃক সর্বশেষ যে যুবকটি প্রাণ হারায় সে ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের পুত্র। কাজী মুসফিক-উল-সালেহীন নামের এই তরুণ শিক্ষক-পুত্র চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিল। মুসফিকের পরে গত শনিবার শিবিরের হাতে নিহত হলো ছাত্র ইউনিয়নের সঞ্জয় তলাপাত্র। গত মে মাসেই শিবিরের উপর্যুপরি হামলায় দু'জন তরুণের মৃত্যু হয়। দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে আসছে এবং এরূপ ছাত্র সংঘর্ষে মেধাবী ছাত্রেরই প্রাণ অকালে ঝরছে না, সেই সাথে বিনষ্ট হচ্ছে শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন, ধ্বংসের পথে যাচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। তদুপরি দেশের সাধারণ অবস্থাকেও করে তুলছে বিপর্যস্ত।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বিগত ২০ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট ১০ শিক্ষার্থী খুন হয়েছে। আহত হয়েছে কয়েক হাজার ছাত্র, শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারী; অনেকে হয়েছে পঙ্গু। ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে দেড় শ'বারেরও বেশি এবং বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কয়েকবার বন্ধ রাখা হয়েছে। একটানা ছাত্র সংঘর্ষের কারণে ৬ মাস বন্ধ রাখতে হয়েছে। এর ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্টি হয়েছে ২ বছরের বিরাট সেশনজট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়েই শিক্ষার্থীদের প্রাণ দিতে হয়নি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উগ্র মৌলবাদী সংগঠনের ক্যাডাররা অনেকের হাত কেটেছে, কেটেছে পায়ের রগ।

আমাদের জানা মতে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের এ পর্যন্ত কোন বিচার হয়নি। তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে কিন্তু কমিটি কোন হত্যাকারীকেই চিহ্নিত করতে পারেনি।

আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে শিবির ক্যাডাররা তপ্ত-উত্তপ্ত করে সমগ্র চট্টগ্রামকেই যেভাবে অশান্ত করে তুলছে তাতে পরিস্থিতি কোন্ দিকে মোড় নেয় তা বলা মুশকিল।

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বন্যাজনিত কারণে নাজুক আকার ধারণ করেছে; অন্যদিকে ঢাকার অদূরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ও কথিত এক ছাত্রী ধর্ষিত হওয়াকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে পড়ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জোর তৎপরতা চালালেও অশান্ত পরিবেশ স্বাভাবিক হতে সময় কতটা ব্যয় হবে তা বলা মুশকিল; নাকি পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেবে সেটাও অতি সহজে নির্ণয় করা কঠিন। তবে মোদ্দা কথা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাভাবিক করতে হলে এবং এই শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ পুনর্প্রতিষ্ঠা করতে হলে সশস্ত্র ক্যাডারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। সশস্ত্র ক্যাডার যারাই হোক, যে দলেরই হোক, কাউকেই ক্ষমা করা যাবে না। শিক্ষাঙ্গন বন্ধ করে সাময়িকভাবে পরিস্থিতি হয়ত নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিন্তু তা চিরস্থায়ী হয় না। তদন্ত কমিটি গঠন করে আমাদের দেশে যেভাবে বিচারের নামে প্রহসন করা হয়েছে এবং ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলেই দেশ থেকে সন্ত্রাস ও অব্যবস্থা দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা আশা করি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

OF — SHEETS